যুগান্তর

তারিখ ... 22 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষামন্ত্রীর এপিএসের বিদায় : মন্ত্রণালয়ে স্বস্তি

সিন্ডিকেট গড়ে শিক্ষা খাত নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই সরানো হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ওই সূত্রগুলো জানায়, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নিজের মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এপিএস বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়ার নির্দেশ দেন। এ বিষয়টি অবশ্য অস্বীকার করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মঙ্গলবার বিকালে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের মেজর (গুরুত্বপূর্ণ) ইস্যু ও জাতীয় বিষয়ে কথা হয়েছে। একজন মন্ত্রীর কে এপিএস আছেন, তা প্রধানমন্ত্রীর জানার কথাও নয়। তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেননি। আমিও এ বিষয়ে কিছু আলাপ করিনি।'

এদিকে এপিএসের বিদায়ের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্বস্তি ফিরে এসেছে। মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ে গিয়ে দেখা যায়, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যার যার মতো কাজ করছেন। এপিএসের বিষয়ে জানতে চাইলে অনেকেই ইশারায় বলেন। ফিসফিসিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানান। নাম প্রকাশ না করে সিনিয়র পর্যায়ের একাধিক ক্যাডার কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষামন্ত্রী একজন সৎ ও ভালো মানুষ। গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের মাঝে তার ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। কিন্তু এপিএস মন্ত্রীর ওই ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রায় সবার ওপর ছড়ি ঘোরান। যে কারণে একটা আতংকজনক পরিস্থিতি ছিল। এপিএসের বিদায়ে সেটা কেটে যাওয়ার পথ তৈরি হয়েছে। তবে কেউ কেউ তার বিদায়ের বিষয়টি অবশ্য বিশ্বাসও করতে পারছেন না। আবারও একই ব্যক্তি এপিএস হিসেবে ফিরে আসবেন না তো— এমন প্রশ্নও রাখছেন কেউ কেউ। এ সময় কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রণালয়ে গেল মেয়াদের পাঁচ বছর ও চলতি মেয়াদের দেড় বছর কোন কোন খাতে কীভাবে দুর্নীতি হয়েছে, সে বিষয়ে খোঁজ নেয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষপর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তারাই এমন উদ্যোগ নিয়েছেন। আর একাধিক গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈর সরকারি চাকরিতে যোগদান ও বর্তমান বিত্তবৈভব সম্পর্কেও তালাশ করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্বের কোন কোন দেশে তার বেশি যাতায়াত, ওই স্বস্তি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

স্বস্তি : মন্ত্রণালয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যাতায়াতের কারণ, সেখানে কোনো ধনসম্পত্তি রয়েছে কিনা, ইত্যাদির খোঁজখবরও নেয়া হচ্ছে।

ওদিকে মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যখন এপিএসকে অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাপন তৈরি হচ্ছিল, ওই সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লেখা হচ্ছিল তাকে (এপিএস) পদায়নের আদেশ। সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এপিএসকে অব্যাহতি দেয়ার প্রজ্ঞাপন জারি করে।' ওই সময়ে এপিএসসিকে ঢাকা বোর্ডে উপ-পরিদর্শক (কলেজ) পদে পদায়নের আদেশও প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা ক্যাডারের এই কর্মকর্তাকে ন্যস্ত করার আদেশ পৌঁছার আগেই তার পদায়নও হয়ে যায়। আর এটা করতে গিয়ে ঢাকা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক রসময় কীর্তনিয়াকে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরে (ডিআইএ) বদলি করা হয়েছে। তার স্থানে দেয়া হয়েছে একই বোর্ডের উপ-পরিদর্শক (কলেজ) অদ্বৈত কুমার রায়কে। এরপর অদ্বৈত রায়ের স্থানে দেয়া হয় এপিএসকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সোমবার বিকালে এপিএসকে ঢাকা বোর্ডে পদায়নের আদেশ প্রস্তুত হলেও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। শুধু রসময় কীর্তনিয়া আর অদ্বৈত রায়ের আদেশ প্রকাশ করা হয়। তবে মঙ্গলবার এপিএসের পদায়নের আদেশ ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কলেজ শাখার এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'পদায়নের আদেশ লেখার ক্ষেত্রে বানানগত ভুল হয়েছিল। এ কারণে তা সোমবার ওয়েবসাইটে দেয়া যায়নি।'

ওদিকে এপিএস মঙ্গলবার সকালেও মন্ত্রণালয়ে গিয়েছেন। নিজের বরাদ্দকৃত কক্ষে কিছুক্ষণ বসেন। পরে নিজের ঘনিষ্ঠজনদের কাছ থেকে বিদায় নেন। বিকাল সাড়ে ৩টায় মন্ত্রণালয়ে গিয়ে দেখা যায়, তার নামফলক তখনও কক্ষের সামনে শোভা পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠনের পর নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। এরপর শিক্ষা ক্যাডারের এই সহকারী অধ্যাপক এপিএস হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এ পদে যোগদানের পর তার বিরুদ্ধে নিজের একটি সিন্ডিকেট গড়ে তোলা এবং সিন্ডিকেটের সদস্যদের নিয়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ ওঠে। এ বিষয় নানাভাবে শিক্ষামন্ত্রীর কানেও পৌঁছায়। এমনকি এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত পৌঁছেছে। যে কারণে ২০১০ সালের জুন ও আগস্টে দু'বার আলাদা চিঠিতে অভিযোগ তদন্তের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর কমিটিও গঠন করা হয়। যদিও রহস্যজনক কারণে সেই তদন্ত আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি।

এপিএসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ সবচেয়ে বেশি ছিল তার মধ্যে অন্যতম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদিতে জোর প্রভাব খাটানো। মন্ত্রীর এপিএস হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ধরনের দাফতরিক কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ আছে। বিশেষ করে নিজের স্বার্থ আছে এমন ফাইল নিজের কাছে নেয়ার অভিযোগই বেশি। অথচ রুলস অব বিজনেস, অনুযায়ী এমন এখতিয়ার কোনো এপিএসের নেই। এসব কারণে মন্ত্রণালয়ের ক্যাডার কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ ছিলেন। এসব বিষয় জানার পর প্রধানমন্ত্রীর সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ এপিএসকে 'ফেমাস বাড়ৈ' উপাধিও দিয়েছিলেন। এসব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সিন্ডিকেটের সদস্যদের মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দফতরে বিশেষ করে যেসব দফতর 'পয়সার খনি' হিসেবে লোকজনের কাছে বিবেচিত, সেসব দফতরে পদায়ন করা হয়। তার এই সিন্ডিকেটে ব্যাচমেটদের বাইরে জুনিয়র-সিনিয়র ব্যাচের সুবিধাবাদী কিছু ক্যাডারও আছেন। আছেন কয়েকজন নারী সদস্যও। তার সিন্ডিকেটের বেশির ভাগ সদস্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি), পাঠ্যপুস্তক বোর্ডসহ (এনসিটিবি) বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে সদস্যে অবস্থান করছেন।

এপিএস সর্বশেষ আলোচনায় আসেন ২০১৩ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়ে! ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন ছিল। ওই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট আন্দোলন গড়ে তোলে। মহাজোট আর ক্ষমতায় আসে কিনা, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। ওই সময়ে এপিএস পাঁচ বছরের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন। তাকে তিন বছরের ছুটি মঞ্জুর করে ফাইলও চালাচালি শুরু হয়। ওই সময়ে ছুটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যে চাকরির কাগজ দাখিল করা হয়েছিল, সে বিষয়ে খোঁজখবর করায় সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের চোখ রাঙানির মুখেও পড়তে হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

এর আগে তার আরেকটি ঘটনা বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির বিগত নির্বাচনে তিনি আলাদা প্যানেল দেন। এসব কারণে আওয়ামী লীগপন্থী দুটি প্যানেলেরই বিপুল ভরাডুবি ঘটে। দীর্ঘদিন কমিটির বাইরে থাকা বিএনপিপন্থীদের উত্থান ঘটে। ফলে সমিতি সরকারপন্থীদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

এসব বিষয়ে কথা বলতে মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈর সরকারি মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে কথা বলা সম্ভব হয়নি। আর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলেন, 'একটা বয়সে এসে কেউই এ ধরনের (এপিএস) কাজ করতে পারে না। তিনিও বেশ কিছুদিন ধরে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন। অব্যাহতি নিয়ে নিজের পেশায় চলে গেছেন। কোনো দোষ করে থাকলেও তিনি এখন নেই। নিজের পেশায় চলে গেছেন।'